বাঙ্গাল রাজা

ও

ঘড়িচোর রাণী

রাজার এ শুভদিনে, ভাবে জনসাধারণ
কপাল ভাঙ্গিল কিবা জুড়িল সম্প্রতি,
খাবে কি না মাছ মাংস, পাঞ্জাবী (?) পাবে কি অংশ,
যার বংশ নাশ হেতু সত্য-আশু মতি,
এবে কি গো থান ছাড়ি, পরিবে ঢাকাই শাড়ী,
গাড়ী চড়ি লেকে পাড়ি, জমাবে যুবতী,
আজিকার মনোভাব খুলে বল সতী।

পি, ঘোষ
পাটুয়াটুলি—ঢাকা

মূল্য দুই পয়সা

বাঙ্গাল রাজা ও ঘটিচোর রাণী

(১)

কারে বেশী ভালবাসি, বেশী সুন্দর ?
হেরিলে যাহার মুখ, ভুলে যাই সব শোক
উথলিয়া উঠে বুকে সুখের সাগর,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে তার, পরিপূর্ণ চারি ধার
যে বলে এ ব্যভিচার—পাপী ঘোরতর,
আমার সে সুখ-সিন্ধু, যে দানিল সুধাবিন্দু
হৌক্ অহিন্দু-রীতি—শ্লাঘ্য মনোহর,
করি ব্যয় কত টাকা, দিল্লী লাহোর ঢাকা,
তবু না পাইনু দেখা,—বোঝেনা অন্তর,
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

(২)

আমি তারে ভালবাসি, সে বেশী সুন্দর,—
নারীর বৈধব্যে যার, প্রাণ করে হাহাকার,
স্বজাতি সমাজে রহে করিয়া সমর,
লাজ ভয় করি ভস্ম, যে বলে 'সমাজ কস্য' ?
অবশ্য মানিব তায়, না করি উত্তর,
কারণ সে মোর চোখে অতীব সুন্দর।

(৩)

সে খাঁটি পুরুষ-বৃষ সে নিত্য সুন্দর,
ছাড়ি প্রাণ-পুত্র জায়া, ত্যজিয়া দেশের মায়া
ঘনিষ্ঠা-আপন-জনে—রাখে নিরন্তর,
মিটায় বৈধব্য জ্বালা, সাজায়ে সোহাগ ডালা
আলা করে হৃদি তার, করিয়া আদর

তারে বেশী ভালবাসি সে বেশী সুন্দর।

(৪)

সে বেশী আপন জন, সে বেশী সুন্দর,
নেহাৎ আত্মীয়াজেনে, লক্ষ্য রাখি লক্ষ টানে
করেনা অপর পক্ষে কোন সদুত্তর !
থাকিতে নয়ন অন্ধ, পায় না চোরের গন্ধ
সন্দ নাহি করে কেহ, কি করে বর্ব্বর,
অন্দরে ফুলের বন, আরও করি বিরচন
যে কাণ্ড নিয়ত করি তোষয়ে অন্তর
সে প্রেম-ভ্রমর মম সে বেশী সুন্দর।

(৫)

সে নহে প্রেমিক খাঁটি সে নহে সুন্দর,
যে কহে প্রকাশ্য স্থানে, "আমার গোপন স্থানে
কোথা কোন্ দাগ নাকি করেছে নজর !
কে নাকি নিরুদ্দেশ হলে, পেটে নাকি এসেছিল ছেলে ?
এই বলে দাবী করে—পরীক্ষার পর
সে নাকি দেখাবে সবে, আমরা কেমন ভাবে
জীবন যাপন করেছি এ দীর্ঘ বৎসর ?
বেহায়া নিলর্জ্জ সেই, এ কথা কহিবে যেই,
আমি কি বিধবা নাকি, তবে কেন ডর,
ছেলে মেয়ে যত ইচ্ছা হোক্ এরপর !

(৬)

মহাজন মোর নাকি হবে পরীক্ষক ?
শুনি লাজে মরে যাই, যার নাই গোত্র গাঁই
বলদ অথবা গাই—কে করে নজর ?
বোঝে না হিংসুক অজ্ঞ, নাহি মানে প্রেম যজ্ঞ
দেবভোগ্য আমাদের —যুগের রক্ষক
দেশের সকলেই হায়, কেনবা মাথা ঘামায়,

(৬)

বুঝি না অবলা আমি—রক্ষক ভক্ষক
হোক্ তাতে আছি রাজি, বলুক সকলে পাজী
তবু নাহি মানি মহাজন পরীক্ষক।

(৭)

তারে বেশী ভালবাসি, সে বেশী সুন্দর,
লৌকিক ভাতার ম'লে, দুখে লাজে যেই গ'লে
শাঁখা ও সিন্দূর ভালে দিয়ে, করে যে আদর।
দূরত্ব যদি বা ঘটে, নাহি রাখে তাই পিঠে,
কাছে রেখে কেঁপে ওঠে সভয় অন্তর—
কি জানি শ্বাসেতে মণি,—গলে যায় যদি ননী
হেন মণি হৃদি মধ্যে রাখে নিরন্তর
তাই তারে ভালবাসি সে বেশী সুন্দর।

(৮)

হেন সুখ-স্বপ্ন আজ—কে ভাঙ্গিল হায়,
কার পাকা-ধান ফেলে, মই দিনু কোন্ কালে ?
কোন, সতী মোর ভালে আগুন জ্বালায়,
দিবসে দুপুর বেলা, কেন এ ডাকাতি গুলা
চারি দিকে লোক মেলা, বোঝা বড় দায়,
কোথাকার মহাজন ? নাহি জানি কি কারণ
ডিক্রী জারী অকারণ করি আজ যায়—
স্থাবর বা অস্থাবর, আমি নাকি তারপর
—তাদের সামিল হব ? কি বিষম দায়
পাঞ্জাবী করিল ডিক্রী সুখ-ব্যবসায়।

(৯)

মোরে নাকি সাজাইবে ইচ্ছামত তার,
পরাবে ঢাকাই সাড়ী, চড়াবে ফিটন গাড়ী
ডিক্রীজারি মাল ভারি এ নাকি তাহার ?
খাবার যোগাড় ভারি, রাখিয়াছে লিষ্ট্ করি

বেষ্ট্ চপ্ রোষ্ট্ কারি, বিলাতী ডিনার !
খাবনা রুটি কি ডাল, অসভ্য লঙ্কার ঝাল,
যে দিয়াছে এতকাল ফারপোর খাবার
তার আমি চিরকাল—সেই ত আমার।

(১০)

কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী প্রেমিক ?
যে ফেলে সজোরে ছিঁড়ি, মানিনীর দাসী গিরি ;
বানাতে স্বাধীনা আশু ভুলে দিক্ বিদিক্,
প্রচুর তিলের রসে, লেজ লাগে যার পাছে,
আঙ্গুল ফুলিয়া কলা গাছ হয় ঠিক,
সোনার চশমা নাকে, এসেন্সে ডুবিয়া থাকে,
ফুল-বন-ফেরা যেন বসন্তের পিক্
ঘুরে ফিরে পিয়ে মধু;—সে আমার প্রেম বঁধু
যে তারে অসাধু বলে;—সে বেশী বেল্লিক্
তারে শুধ বাসি ভাল সে বেশী প্রেমিক !

(১১)

তারে বেশী ভালবাসি, সে বেশী সুন্দর,
নির্ম্মল চাঁদনী-রাতে, বাঁশরী লইয়া হাতে,
বেড়ায় আমার সাথে, ঢালে প্রেমস্বর—
সে মধুর স্বরে হায়, মদন মূরছে পায়,
আশু সহ, খাঁটি গায়—কোকিল ভ্রমর
যে মুখেতে দেখি স্বর্গ, ভু'লে যাই চতুর্ব্বর্গ
বিন্দু-বা-বিসর্গ তার, নহে অবান্তর,
সে উগ্র তৃষ্ণার বারি, নহে যোগ্য স্বর্ণ ঝারি ;
সপ্ত সমুদ্রের বারি করি একত্তর
যে ঢালে অন্তরে মম সে বেশী সুন্দর !

(১২)

কেন তারে ভাল বাসি, কেন সে সুন্দর ?

মূর্খে না বোঝে তত্ত্ব, 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব'
যত সব অপদার্থ পশু নিশাচর
জানেনা বোঝেনা মর্ম্ম, নাহি জানে প্রেমধর্ম্ম
এ যে নহে অপকর্ম্ম—পাপ ঘোরতর
পরনিন্দা পরীবাদ, ব্যভিচার অপবাদ
রটায়, তাহারাই শত্রু—নাস্তিক বর্ব্বর,
এ সবে যে পায় দলে—সে বেশী সুন্দর,
তাই তারে চির তরে দিয়াছি অন্তর,
আমি যারে ভাল বাসি কিবা দোষ তার ?

(১৩)

আজি যে নগরে গ্রামে, থু থু দেয় ওদের নামে,
কেন আজ মাথা ঘামে পত্রিকা-ওয়ালার !
আমি কাঁদিতাম যবে চাঁদ ধরে দিত তবে
কিবা দোষ হেরি এবে—হেন ব্যবহার ?
নির্লজ্জ দেশের লোক, কুকথায় পঞ্চমুখ
কি অসুখ আজ হলো—হায় সবাকার,
হাতীর কি পিছলে পা, সুজনের কি ডুবে না' !
এই কথা পূর্ব্বাপর আছে নীতি-সার,

(১৪)

কোটী মুদ্রা, শতরাজ্য করি বিনিময়,
তাহাতে হবে না শোধ, লালসার গতি রোধ,
অবোধ না বুঝি মন্দ তারে শুধু কয়,
কল্পনায় কুতূহলী, দর্শন বিজ্ঞানে বলী
যাঁরা ঠেলি লোক লজ্জা ঘৃণা সমুদয়,
দাঁড়ায় ফুলায়ে বুক, আত্মাদরে হৃষ্ট মুখ,
তারা হোক্ এ দুর্দ্দিনে আমার সহায়
মাভৈঃ মাভৈঃ আর ভয় করি কায় ?

(১৫)

যেখানে জনম লয়, পুনঃ তথা যায়,
এ নহে নূতন আর, কে বলে এ অবিচার ?
গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা, চিরদিন কথা সোজা
এত ত নহে গোঁজা মিল, কথায় কথায়।
আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত, জানি আমি আদি অন্ত,
লোকান্তর করিলে যদি আসে পুনরায়
সে নহে দোষের কার্য্য, মুণি-ঋষি-মত ধার্য্য
তাই আর্য্য ঋষি-বাক্য ধরিয়া মাথায়,
করিয়াছি সব দান বাঞ্ছিত জনায় !

আফিং, কলসী, দড়ি লয়ে কবি কয়,
'নে গো ধনি ! বেছে তোর যে' টি মনে লয়
তার পর লেকে গিয়া পুলে উঠে পড়
হাতে হাতে বেঁধে গিয়ে জলে ডুবে মর্।

দৈববাণী।

অন্তরীক্ষে দৈববাণী হ'লো অকস্মাৎ
কবি বাক্য সুনিশ্চয় ফলিবে নির্ঘাত।

(১)

কেন ঘটিচোর বলি গালি দাও তায় ?
না বলি পরের দ্রব্য, ছোঁয় না এমন সভ্য ;
তোমরা সকল নব্য জুটি সমুদয়
করিয়া শল্লা যুক্তি, এক যোগে পুনরুক্তি
করিয়া বাড়াও শক্তি ভাবে বোঝা যায়,
জানি না গোষ্ঠীগোত্রে, চোর ছিল কোন সূত্রে
ঘটিত দূরের কথা—সূঁচেরে ডরায়
গোষ্ঠী-শুদ্ধ ঘটি-চোর কেন বল হায় ?

(২)

আত্মবৎ সর্ব্ব দ্রব্য, ভার্য্যাবৎ নারী
যে ছাড়িয়া সুখ-সজ্জা, তাড়ায় দূরেতে লজ্জা
কার্য্যাকার্য্য রোধ করে ঢেলে টাকা কড়ি—
শাক দিয়া ঢেকে মাছ, হাত খানি রাখে পাছ,
কাটি' গাছ মূলসহ, মাথায় ঢালে বারি,
এমন পুরুষ ধন্য, বল যা তা চোর ভিন্ন,
সর্ব্ব অঙ্গে সাধু চিহ্ন দেখাইতে পারি,
চোর নাহি বল তারে এতো দোষ ভারি !

(৩)

গাছেতে কাঁঠাল গোঁফে তেল মাখে আর
নামায়ে কাঁঠাল রঙ্গে, পরের পিঠেতে ভেঙ্গে
কলঙ্ক ও এক সঙ্গে করে ব্যবহার
ধরে মাছ না ছোঁয় পানি, আড়ালে ঘোমটা টানি
কি জানি কি জানি বলে কহে বার বার ;
এমন প্রেমিক যারা চোর হতে পারে তারা ?
মনে হয় চোর তোরা, তাই ফের ফার
করিয়া চালাকি বেশ, হাঁকাও সাড়াটা দেশ
নিজ কাণে হাত নাহি দাও একবার।

(৪)

লাথি ঝাঁটা শত মার, তবু যেন আর
করিও না অপমানী—তারা বড় অভিমানী ;
সভা মধ্যে অপমান, লজ্জা কোন ছার,
তোমরা ত শান্ত শিষ্ট; বুকে বিষ মুখে মিষ্ট
অনিষ্ট করিতে পার মুহূর্ত্ত মাঝার ।
আমর বাপের বেটা—ভাব বুঝি কেউ কেটা,
হবে লেঠা খোঁটা দিলে, হও হুঁসিয়ার,
ঘটি চোর একথাটি বলিও না আর !

আমার পরিচয়

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি
আপাততঃ স্বামী নাম নাহি ধরে নারী,
যমালয় বিপরীতে যেই পাড়া খান
আমার বাপের বিয়ে হয় সেইস্থান।
প্রকৃত ইন্দ্রই কিনা লক্ষ্মীন্দ্র সেজন
বেড়া নেড়ে চোর বোঝে গৃহস্থের মন।
আরও বেশী পরিচয় পেতে যদি চাও
খোলা আছে ট্রাম বাস সেই খানে যাও।
রাজধানী রম্য স্থান অপূর্ব্ব সহর
সেথায় ঘামালে মাথা পাইবে খরর।
বিদ্যারত্ন যত্ন করি পুরস্কার দিবে
আমার আসল তত্ত্ব যে দিতে পারিবে।

Printed & Published by
P. C. Ghosh. Patuatuli, Dacca